নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাবিননামার বৈষম্য দূরীকরণ জরুরি

আলেয়া পারভীন

গত ২৭ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের দৈনিক প্রথম আলোয় জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএন ওমেন প্রকাশিত 'প্রোগ্রেস অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ওমেন ২০১৫-২০১৬ : ট্রান্সফরমিং ইকোনোমিস, রিয়েলাইজিং রাইটস' প্রতিবেদনে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিশর, আলজেরিয়া, ইরান, জর্ডান, মালয়েশিয়া ও সৌদি আরব— এই ৮টি দেশে বৈষম্যমূলক আইন প্রচলিত রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এর ফলে বিয়ে, তালাক, সম্পত্তি বণ্টনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ সকল দেশের নারীরা পারিবারিক আইনে চরম বৈষম্যের শিকার। কিন্তু মরক্কো, তুরস্ক, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে পূর্বে চরম বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন থাকলেও বর্তমানে পারিবারিক ও ধর্মীয় আইনে মানবাধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আইনকে অনেক আধুনিকায়ন করা হয়েছে। কাজেই নারীর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মুসলিম বিয়ে একটি সামাজিক চুক্তি। ধর্মীয় বা সামাজিকভাবে দুজন নর-নারীর মধ্যে যে বৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা হয় তাই বিয়ে। বিয়ে দ্বারা কেবল দুজন নর-নারীর মধ্যেই সম্পর্ক স্থাপিত হয় না বরং আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন করা হয়। মূলত নারী-পুরুষের একসাথে জীবনযাপন ও সংসারধর্ম পালনকে ধর্মীয়, সামাজিক এবং আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষা দিতেই বিয়ে প্রথার প্রবর্তন।

একজন নারী মা-বাবার কাছ থেকে তার নিজের পরিবারে প্রবেশ করে বিয়ের মাধ্যমে। যদিও অনেকে একে স্বামীর ঘর বলে অভিহিত করে থাকেন কিন্তু আইনত এবং নৈতিকভাবে এটা নারীর নিজস্ব ঘর। নারীর এই নিজস্ব ঘরে প্রবেশের পূর্বে এবং পরবর্তী জীবনে নিজের অধিকার ভোগ করতে নারীকে বিভিন্ন বিষয়, যেমন বিয়ের ন্যূনতম বয়স, কনের সম্মতি, সাক্ষী, দেনমোহর, বিয়ে রেজিস্ট্রেশন, স্বামী বা স্ত্রীর তালাকের অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে হয়, যার অধিকাংশের উল্লেখ রয়েছে কাবিননামায়। একজন মুসলিম বিবাহিতা নারীর অধিকার তার কাবিননামা দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য বাংলাদেশের বিবাহিত নারীদের অধিকার রক্ষার আইনগত দলিল হিসেবে পরিচিত কাবিননামাটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

কাবিননামা বিয়ের আইনগত দলিল। এর ২৫টি ধারা রয়েছে। ধারাগুলোতে বিবাহের স্থান, বর-কনের পরিচিতি, পিতার নাম ও বাসস্থানের ঠিকানা, সাক্ষী, দেনমোহর, তালাক প্রদান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। নিম্নে কাবিননামার বৈষম্যমূলক ধারাগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

মুসলিম বিয়েতে সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। বিয়েতে ছেলে ও মেয়ে স্বেচ্ছায় সম্মতি প্রদান

করেছে কি না সেটি জানা ও শোনা সাক্ষীদের দায়িত্ব। কেবল সম্মতির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াই নয়, পরবর্তী সময়ে বিয়ের পক্ষগণের মধ্যে বিয়েসংক্রান্ত কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করাও সাক্ষীদের কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কাবিননামায় সাক্ষী হিসেবে ২ জন পুরুষকে রাখা হয়। কিন্তু কাবিননামায় সাক্ষী হিসেবে ২ জন পুরুষ রাখার বিষয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোনো যুক্তি আছে কি না তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। আমাদের প্রচলিত ধারণা হচ্ছে সাক্ষী হিসেবে একজন পুরুষের সাক্ষ্য দুজন মহিলার সাক্ষ্যের সমান। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ বা মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৭৪ বা অন্য কোনো আইনে এরূপ কোনো বিধান নেই। উপরন্তু ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন অনুসারে নারী ও পুরুষ সাক্ষী হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী। কাজেই বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের সময় বিয়ে রেজিস্ট্রার ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের বিধান না মেনে একজন নারীর স্থলে ২ জন নারীর সাক্ষ্য নেন, যা নারীর সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করার শামিল। তাই নারীর মৌলিক মানবাধিকার রক্ষায় কাবিননামায় স্বাক্ষী হিসেবে ১ জন পুরুষের পাশাপাশি ১ জন নারীর সাক্ষ্য বাধ্যতামূলক করা উচিত।

কাবিননামার ২ ও ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে কেবল বর ও কনের পিতার নামের উল্লেখ রয়েছে। অথচ সন্তান ধারণ ও লালনপালনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম থাকা সত্ত্বেও কাবিননামায় কারো মায়ের নামের উল্লেখ নেই। বর্তমানে সর্বক্ষেত্রেই পিতার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও কাবিননামায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেহেতু সন্তানের ভালো-মন্দের ক্ষেত্রে মায়ের অবদান পিতার চেয়ে কম নয় বরং বেশি, কাজেই নারীকে মা তথা অভিভাবক হিসেবে মর্যাদার আসনে আসীন করার জন্য কাবিননামায় মায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কাবিননামার ৮, ১০ ও ১১ নম্বর অনুচ্ছেদেও মা তথা নারীর নাম অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন রয়েছে।

কাবিননামার ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে কন্যা কুমারী, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা নারী কি না তা জানতে চাওয়া হয়। অথচ বরের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো তথ্য চাওয়া হয় না। এর ফলে বর কুমার, বিপত্নীক না স্ত্রী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত সে সম্পর্কে জানা যায় না। এর ফলে যেকোনো ধরনের অন্যায় করার সুযোগ থেকে যায়। যদিও ধারা ২১ ও ২২-এ স্বামীর বর্তমান স্ত্রী আছে কি না এবং সালিশি কাউন্সিলের কাছ থেকে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি রয়েছে কি না প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, তথাপি এর দ্বারা বর কুমার, বিপত্নীক না স্ত্রী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত তা জানা যায় না। বাস্তবে অধিকাংশ নারীই বিপত্নীক বা তালাকপ্রাপ্ত বর গ্রহণ করতে অনাগ্রহী। তাই বরের ক্ষেত্রেও কোনোরূপ গোপনীয়তা বজায় না রেখে বর কুমার, বিপত্নীক না স্ত্রী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত সে বিষয়টি কাবিননামায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও, বহুবিবাহ রোধ করার ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যতের অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা এড়াতে ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিবর্তন জরুরি। এর ফলে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের পরিবর্তে এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

কাবিননামার ১৩-১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে দেনমোহর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে কনেপক্ষ দেনমোহরের পরিমাণ এত বেশি নির্ধারণ করে যে তা পাত্র ও পাত্রপক্ষের সামর্থ্যের বাইরে হলেও পাত্র বিয়েতে রাজি হন। কারণ পাত্র ও পাত্রপক্ষ মনে করে বিয়ে একবার হয়ে গেলে দেনমোহর দেয়া বা না দেয়া সম্পূর্ণ পাত্রের ইচ্ছাধীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নারীরা তাদের দেনমোহর পান না। এমনকি স্বামীর মৃত্যু হলেও পান না। স্বামীর

মৃত্যু হলে স্ত্রীরা স্বামীর দেনমোহর মাফ করে দিতে বাধ্য হন। আবার অনেকেই বিয়ের সময় নামমাত্র তাৎক্ষণিক দেনমোহর পরিশোধ করলেও বাকিটা আর কখনোই প্রদান করেন না, যা অন্যায় ও অমানবিক। তাই দেনমোহর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও কাবিননামায় দেনমোহরের পরিমাণ কী পরিমাণে মু'য়াজ্জল বা মু'অজ্জল উল্লেখ করা হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে। তথাপি এর থেকে নারী কোনো সুফল পায় না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৫২৭ জন নারীর মধ্যে সম্পূর্ণ দেনমোহর পেয়েছেন কেবল ৩৯ জন (৭.৪%), অর্ধেক পেয়েছেন ৩২ জন (৬.১%), আংশিক পেয়েছেন ৭৯ জন।[১] ৫২৭ জন নারীর মধ্যে আবার বিয়ের দিন দেনমোহর পেয়েছেন ১৪৪ জন (২৭.৩%), বিয়ের ১৫ বছর পরে পেয়েছেন ৩৬ জন (৬.৮%), বিয়ের ৩০ বছর পরে পেয়েছেন ৫ জন (.৯%) এবং ৩৪২ জন (৬৪.৯%) কখনো পান নি। কাজেই বলা যায়, নারীর দেনমোহর প্রাপ্তি বিয়ের দিন বেশি (২৭.৩%) দেখা গেলেও সামগ্রিক অর্থে নারীর দেনমোহর প্রাপ্তি বেশি নয়।[২] এমতাবস্থায় দেনমোহর আলোচনার ভিত্তিতে এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যাতে বিয়ের সময় কমপক্ষে অর্ধেক দেনমোহর নারী পায়। তা ছাড়া, আলোচনার ভিত্তিতে বাকিটা বিয়ের কত বছরের মধ্যে পাবে এ বিষয়টিও কাবিননামায় স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকতে হবে। অর্থাৎ কাবিননামায় নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে কাবিননামা প্রণয়ন করা উচিত। একটি বিষয় অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দেনমোহর নারীর একটি সম্মানজনক অধিকার। আর তা যেন স্বামী তার সামর্থ্য অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই প্রদান করতে সক্ষম হয়। নইলে দেনমোহরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

কাবিননামার ১৮ ধারা অনুসারে একজন স্ত্রী শর্তসাপেক্ষে স্বামীকে তালাক প্রদান করতে পারলেও এর বিপরীতে স্বামীর রয়েছে একতরফা তালাক প্রদানের অধিকার। স্বামীর একতরফা তালাকের অধিকার থাকায় স্বামী যখন খুশি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করতে পারেন। ৪-৫ বছর কিংবা দীর্ঘ ৩০-৪০ বছর সংসার করার পর যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেন এবং সন্তানদের নিজের হেফাজতে নিয়ে নেন তাহলে সে আইন কতখানি মানবিক বলে আমরা দাবি করতে পারি? স্বামীর একতরফা তালাকের অধিকার থাকায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গও বর্তমানে প্রথম স্ত্রীকে অবলীলায় তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করছেন। স্ত্রীর অভিভাবকত্বকে হরণ করছেন স্ত্রীর অর্থনৈতিক অক্ষমতার বিবেচনায় (মুসলিম আইনানুযায়ী ভরণপোষণের জন্য স্ত্রী স্বামীর ওপর নির্ভরশীল থাকায়)। একতরফা তালাক প্রদানের অধিকার থাকায় নারীরা আতঙ্কে থাকেন কখন না জানি সংসার ভেঙে যায়। তাই অধিকার থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী জোরালোভাবে দেনমোহর চাইতে পারেন না, স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন না। কেননা স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করলে স্বামী কি আর সেই স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে রাজি থাকবেন, এমনিতেই যেখানে স্বামীর রয়েছে একতরফা তালাক প্রদানের অধিকার? তাই স্বামীর তালাক প্রদানের অধিকার হতে হবে স্ত্রীর মতোই শর্তযুক্ত। কাজেই কাবিননামার বৈষম্য দূরীকরণ করে নারীর সাংবিধানিক আধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ আবশ্যিকভাবে প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন জরুরি।

---

[১]. পারভীন, আলেয়া-এর পিএইচডি গবেষণা 'মুসলিম পারিবারিক আইন ও নারীর অধিকার : বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর সচেতনতা অধ্যয়ন', জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ডিসেম্বর, ২০১৪। পৃষ্ঠা ৩০৬।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৪।

সুপারিশসমূহ

১. নারীর মৌলিক মানবাধিকার রক্ষায় সাক্ষী হিসেবে ১ জন পুরুষের পাশাপাশি ১ জন নারীর সাক্ষ্য বাধ্যতামূলক করে কাবিননামা প্রণয়ন করা;

২. কাবিননামায় পিতার নামের পাশাপাশি মায়ের নামের অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক করা;

৩. বর কুমার, বিপত্নীক অথবা তালাকপ্রাপ্ত কি না তা কাবিননামায় উল্লেখের ব্যবস্থা করা;

৪. বিয়ের সময় কমপক্ষে অর্ধেক দেনমোহর নারীকে প্রদান করা এবং আলোচনার ভিত্তিতে বাকিটা বিয়ের ৫-১০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করার বিষয়টি কাবিননামায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা। অর্থাৎ দেনমোহর পরিশোধের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে কাবিননামা প্রণয়ন করা;

৫. তালাক হয়ে গেলে সন্তানের বয়স যাই হোক না কেন সন্তানের অভিভাবকত্বের বিষয়ে মাকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়া;

৬. স্বামীর তালাক প্রদানের অধিকারকে স্ত্রীর তালাক প্রদানের অধিকারের মতো শর্তযুক্ত করা।

কাবিননামায় উপর্যুক্ত সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ ও বাস্তবায়ন অসম্ভব নয়। তবে এজন্য চাই সমন্বিত উদ্যোগ। চাই সমাজের সকল স্তরের মানুষের সচেতন ভূমিকা পালন এবং সরকারের উদারনৈতিক সহযোগিতা।

আলেয়া পারভীন সহকারী অধ্যাপক, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ), সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা। aleya.perveen@yahoo.com